প্রকাশনার ৩৭ বছর

দৈনিক তিস্তা

DAINIK TEESTA

রেজিঃ নং ৩৪ ঃঃ ৩৭তম বর্ষ ঃঃ ২৯৯তম প্রকাশনা ঃঃ দিনাজপুর বুধবার ঃঃ ১৭ আশ্বিন১৪২৬ বাংলা ঃঃ ০২ অক্টোবর ২০১৯ ঃঃ ০২ সফর ঃ

বঙ্গবন্ধু ক্ষুধা ও দারিদ্র মুক্ত বাংলাদেশ বির্নিমানে কৃষি বিজ্ঞানীগণ অনন্য অবদান রাখছে

অতিরিক্ত কৃষি সচিব

স্টাফ রিপোর্টার ॥ কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব কমলারঞ্জন দাস বলেছেন, বঙ্গবন্ধুর লালিত স্বপ্ন ছিল ক্ষুধা দারিদ্র মুক্ত বাংলাদেশ বির্নিমান করা। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু ক্ষুধা ও দারিদ্র মুক্ত বাংলাদেশ অর্জন দানাদার শস্য গমের গুরুত্ব উপলদ্ধি করেন এবং খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষে ১৯৭৫ ইং সনে চালু করেন তরান্বিত গম গবেষনা কর্মসূচী। এরই ধারাবাহিকতায় দিনাজপুর অঞ্চলের চাষের ব্যাপকতা ও আবহাওয়ার কথা বিবেচনা করে বাংলাদেশ গরেষনা ইনস্টিটিউট এর অঙ্গ প্রতিষ্ঠান হিসেবে ১৯৮৪ ইং সনে দিনাজপুরের নশিপুর গ্রামে গম গবেষনা কেন্দ্র স্থাপিত হয়। পরবর্তীতে বিভিন্ন দাতা সংস্থা সিডা, অষ্টেলিয়ার এসিআইএআর, সিমিট মেক্রিকো, ইউএসএইড

২য় পাতার ৩ কলামে

বঙ্গবন্ধু ক্ষুধা ও

সহ বিভিন্ন দেশ সহযোগীতার হাত বাড়িয়ে দেয়। বাংলাদেশ সরকার প্রতি বছর গমের আবাদ বাড়ানো ও গবেষানর জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করে।

অতিরিক্ত সচিব মিঃ কমলা রঞ্জন দাস গতকাল বাংলাদেশ গম ও ভূট্রা গবেষনা ইনস্টিটিউটের অভ্যন্ত রীন বার্ষিক গবেষনা পর্যালোচনা কর্মসূচী প্রনয়ন ২০১৯ শীর্ষক সমাপনি অনুষ্ঠানে অত্র ইনষ্টিটিউটের মহাপরিচালক এম. এছরাইল হোসেন এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপরোক্ত বক্তব্য পেশ করেন। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৮/০২/১৯৯৮ ইং সনে এক বিশাল জনসভায় গোর শহীদ বড় ময়দানে দিনাজপুর গম গবেষণা কেন্দ্রকে ইনষ্টিটিউটের ঘোষণা দেন এবং পরবর্তীতে বাস্ত বায়ন করেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মোঃ আব্দুল আউয়াল, মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. বদরুজ্জামান প্রমূখ। সভাপতির বক্তব্যে অত্র ইনষ্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. এছরাইল হোসেন বলেন, বাংলাদেশ গম ও ভূট্টার চাহিদা খুবই বাড়ছে। মানুষ ও পশু পাখি পালনে এ দুটো দানাদার শস্য খাদ্য ব্যবহৃত হচ্ছে। মানণীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার লক্ষ্য ক্ষুধা ও দারিদ্র মুক্ত বাংলাদেশ গড়া। এ জন্য গম ও ভূট্রার আবাদ বাড়াতে হবে। উল্লেখ্য যে, গম ও ভূট্রা বাংলাদেশের জনগনের খাদ্য ও পুষ্টি চাহিদা পূরনে অনন্য অবদান রাখছে। তিনি আরো বলেন বাংলাদেশ গম ও ভূট্রা ইনস্টিটিউট এ যাবৎ উচ্চ ফলনশীল ৩৪ টি গমের জাত উদ্ভাবন করেছে। এ গুলোর মধ্যে উল্লেখ্য যোগ্য হলো ব্লাষ্ট প্রতিরোধী বারি গম-৩৩ অন্যত্তম। সর্বশেষ ২০১৯ ইং সনে ডব্লিউএমআরআই-১ নামে একটি তাপ সহনশীলন জাত উদ্ভাবিত হয়েছে। বিজ্ঞানীদের প্রজ্ঞা, মেধা, অক্রান্ত শ্রমে এ পর্যন্ত ১৭টি ভূট্রার হাইব্রিড জাত উদ্ভাবন করেছে, ৭টি অপেন পলিনেটেড় কম্পোজিট জাত উদ্ভাবিত হয়েছে। বাংলাদেশের বর্তমান গমের চাহিদা ৭০ লক্ষ মেট্রিক টন, উৎপাদন হচ্ছে মাত্র ১১ মেট্রিক টন। অপর দিকে ভূট্রা ফসলের অনেক ঘাটতি রয়েছে। তাই খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জনে ভূট্রার আবাদ বাড়াতে হবে। এই কর্মশালায় বারির সাবেক মহাপরিচালক ড. আব্দুর রাজ্জাক, ড. এম শহিদুল ইসলাম, ড. ক্ষিরোদ চন্দ্র রায়, ডব্লিউ, এম আর আই সাবেক মহাপরিচালক ড. নরেশ চন্দ্র দেববর্মা সহ সাবেক ও বর্তমান প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, পরিচালকবৃন্দ সহ প্রায় দেশি বিদেশী ৭০ জন সুনামধন্য কৃষি বিজ্ঞানীগণ কর্মশালায় অংশ গ্রহন করেন। কর্মশালাটি ৪দিন ধরে সকাল ৯টা থেকে রাত্রী ৮টা পর্যন্ত চলে।

দৈনিক পত্রালাপ
Daily Pattralap
জনতার অধিকার আদায়ের মুখপত্র
❖ রেজিঃ নং রাজ ১৭২ ❖ ২২তম বর্ষ ❖ দিনাজপুর ❖ সংখ্যা ২০৪ ❖ বুধবার ❖ ০২ অক্টোবর ২০১৯ ইং ❖ ১৭ আশ্বিন ১৪২৬ বাংলা ❖ ০৩ সফর '১৪৪১ হিজরী

দিনাজপুরে বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষনা ইনস্টিটিউটে কৃষিবিজ্ঞানীদের চার দিনের কর্মশালা অনুষ্ঠিত

স্টাফ রিপোর্টার ॥ কৃষিমন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিবকমলারঞ্জন দাসবলেছেন, "বঙ্গবন্ধুর লালিত স্বপ্নছিলক্ষুধা দারিদ্র মুক্ত বাংলাদেশ বিনির্মানকরা। জাতিরজনক বঙ্গবন্ধু ক্ষুধা ও দারিদ্র মুক্ত বাংলাদেশ অর্জনে দানাদার শস্য গমের গুরুত্ব উপলদ্ধি করেন এবং খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে ১৯৭৫ ইং সনেচালু করেন তরান্বিত গম গবেষনা কর্মসূচী। এরই ধারাবাহিকতায় দিনাজপুর অঞ্চলের চাষের ব্যাপকতা ও আবহাওয়ার কথা বিবেচনা করে বাংলাদেশ গবেষনা ইনস্টিটিউট এর অঙ্গ প্রতিষ্ঠান হিসেবে ১৯৮৪ ইংসনে দিনাজপুরের নশিপুরগ্রামে গম গবেষনা কেন্দ্র স্থাপিত হয়। পরবর্তীতে বিভিন্ন দাতা সংস্থা সিডা, অষ্ট্রেলিয়ার এসি আই এ আর, সিমিট মেক্সিকো, ইউ এস এইড সহ বিভিন্ন দেশ সহযোগীতার হাত বাড়িয়ে দেয়।"বাংলাদেশ সরকার প্রতি বছর গমের আবাদ বাড়ানো ও গবেষনারজন্য প্রচুর অর্থ ব্যয়করে। ৩০ শে সেপ্টেম্বর কর্মশালাটির সমাপ্তি হয়। গত ২৭শে সেপ্টেম্বর ইনস্টিটিউটের হলরুমে সকাল নয় টায় সময় কর্মশালার উদ্বোধন করেন ,অতিরিক্তসচিব কমলারঞ্জন দাস। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ গম ও ভূট্রাগবেষনা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক এম.এছরাইল হোসেন।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, বারির সাবেক মহাপরিচালক ড. আব্দুর রাজ্জাক, ড এম শহিদুল ইসলাম, ড. ক্ষিরোদ চন্দ্র রায়, ডব্লিউ, এম আর আই সাবেক মহাপরিচালক ড. নরেশ চন্দ্র দেববর্মা,মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মোঃ আব্দুল আউয়াল, মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড বদরুজ্জামান প্রমূখ। কর্মশালায় দেশি বিদেশী ৭০ জন কৃষিবিজ্ঞানী গণ কর্মশালায় অংশ গ্রহন করেন।

ইনষ্টিটিউটের মহাপরিচালক ও কর্মশালার সভাপতি ড. এছরাইল হোসেন বলেন, "বাংলাদেশ গম ও ভূট্রার চাহিদা খুবই বাড়ছে। মানুষ ও পশুপাখিপালনে এ দুটো দানাদার শস্য খাদ্য ব্যবহৃত হচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার লক্ষ্য ক্ষুধা ও দারিদ্র মুক্ত বাংলাদেশ গড়া। এ জন্য গম ও ভূট্রার আবাদ বাড়াতে হবে। উল্লেখ্য যে, গম ও ভূট্রা বাংলাদেশে জন গনের খাদ্য ও পুষ্টি চাহিদা পূরনে অনন্য অবদান রাখছে। তিনি আরো বলেন বাংলাদেশ গম ও ভূট্রাইনস্টিটিউট এ যাবৎ উচ্চ ফলনশীল ৩৪ টিগমের জাত উদ্ভাবন করেছে। এ গুলোর মধ্যে উল্লেখ্য যোগ্য হলোব্লাষ্ট প্রতিরোধীবারি গম -৩৩ অন্যতম। সর্বশেষ ২০১৯ ইংসনে ডব্লিউ এম আর আই-১ নামে একটি তাপসহনশীলন জাত উদ্ভাবিত হয়েছে।"বিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টা, মেধা, অক্লান্ত শ্রমে এ পর্যন্ত ১৭ টি ভূট্রার হাইব্রিড জাত উদ্ভাবন করেছে, ৭টি ওপেন পলিনেটেড কম্পোজিট জাত উদ্ভাবিত হয়েছে। বাংলাদেশের বর্তমান গমের চাহিদা ৭০ লক্ষ মেট্রিকটন, উৎপাদন হচ্ছে মাত্র ১১ মেট্রিকটন। অপরদিকে ভূট্রা ফসলের অনেক ঘাটতি রয়েছে। তাই খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জনে ভূট্রার আবাদ বাড়াতে হবে।